সমকাল

তারিখ 19 JAN 2014
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭

জাবিতে এখনই নতুন ভিসি নিয়োগ নয়

■ সমকাল প্রতিবেদক

লবিং তুঙ্গে থাকলেও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনই নতুন ভিসি নিয়োগ দেবে না সরকার। বরং সিন্ডিকেটে ভিসি প্যানেল নির্বাচন করতে বলা হবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে। ভিসি প্যানেল নির্বাচনের পর নির্বাচিত তিন জনের মধ্য থেকে কাউকে চার বছরের জন্য পরবর্তী ভিসি নিয়োগ দেওয়া হবে। উচ্চপর্যায়ে নেওয়া এ সিদ্ধান্ত সমকালকে নিশ্চিত করেছেন সরকারের দায়িত্বশীল সূত্র। এ রকমই একটি প্রস্তাব তৈরি করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এ প্রস্তাবসংবলিত নথি আজ রোববার প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠানো হবে।

জানা গেছে, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আর বাইরের কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভিসি নিয়োগ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্য থেকেই পরবর্তী ভিসি নিয়োগ দেওয়া হবে। তবে সরকারের শীর্ষমহল মনে করছে, এ মুহূর্তে নতুন ভিসি নিয়োগ দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা নিরসন করা যাবে না। বরং যাকে ভিসি নিয়োগ দেওয়া হবে তার অনুসারী ও সমর্থকরা ছাড়া বাকি সবাই নাখোশ হবেন। তারা ভিসি ও তার অনুসারীদের সহযোগিতা করবেন না। এতে বিশ্ববিদ্যালয় সচল থাকবে না। অধ্যাপক আনোয়ার হোসেনের প্রশাসনের মতো ফের একই অবস্থা সৃষ্টি হবে। তার চেয়ে ভিসি প্যানেল নির্বাচনের মাধ্যমে শিক্ষকদের সর্বোচ্চ ভোটে যিনি জিতে আসেন তাকেই পরবর্তী ভিসি নিয়োগ দেওয়া হবে। এ ব্যাপারে শিক্ষা প্রশাসনের এক শীর্ষ নীতিনির্ধারক বলেন, আমরা আর সেখানে পছন্দ করে কাউকে নিয়োগ দেব না। শিক্ষকরাই নির্ধারণ করে দিক, কাকে তারা ভিসি হিসেবে দেখতে চান। আমরা আর এ বিশ্ববিদ্যালয়কে অচল দেখতে চাই না।

ভিসির পদত্যাগ চেয়ে শিক্ষকদের আন্দোলনে দীর্ঘদিন অচল থাকা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সমস্যা নিরসনের জন্য সর্বশেষ রাষ্ট্রপতি ও আচার্য ভিসি প্যানেল নির্বাচনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। কথা ছিল নতুন ভিসি প্যানেল নির্বাচন শেষ হওয়ার পর অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন তার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেবেন। তবে ■ পৃষ্ঠা ১১ : কলাম ৫

জাবিতে এখনই

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

শিক্ষকদের তীব্র আন্দোলনের মুখে অধ্যাপক আনোয়ার বিশ্ববিদ্যালয়মুখীই হতে পারেননি। গত ১৩ জানুয়ারি আচার্য বরাবরে তিনি তার পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দেন। এখন সরকার চাইছে আচার্যের আগের নির্দেশ বহাল রেখে সমস্যার নিরসন করতে।

তবে ভিসি হওয়ার জন্য এরই মধ্যে, সরকার সমর্থক জ্যেষ্ঠ শিক্ষকদের লবিং-গ্রুপিং তুঙ্গে। কমপক্ষে চারজন প্রবীণ অধ্যাপক পৃথকভাবে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের সঙ্গে দেখা করে ভিসি পদে দায়িত্ব পালনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন। এ দৌড়ে রয়েছেন বর্তমান উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক এমএ মতিন, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক আফসার আহমদ, সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন ও বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আমির হোসেন, নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ফারজানা ইসলাম, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক নুরুল আলম, জাবি শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক অজিত কুমার মজুমদার ও আন্দোলনকারী ঐক্য ফোরামের আহ্বায়ক হানিফ আলী।